( কাব্য। )

Nor Fame I slight, nor for her favour call
She comes unlooked for, if she comes at all.

Pope.

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।

প্রণীত।

ভবানীপুর।

ব্রিটেনীয়া ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

মিত্র এণ্ড কোং

দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮২ খ্রীঃ অঃ

মূল্য ।৵০ আনা।

# হৃদয়-লহরী

( কাব্য। )

Nor Fame I slight, nor for her favour call
She comes unlooked for, if she comes at all.

Pope.

---

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার।

প্রণীত।

---

ভবানীপুর।

বিটেনীয়া ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়াকস

মিত্র এণ্ড কোং

দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল

এই পুস্তক সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

# উৎসর্গ পত্র।

এই গ্রন্থ খানি

শ্রদ্ধাস্পদ ৺ কালিনাথ দে

মহোদয়ের পবিত্র নামের উদ্দেশে

শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

# বিজ্ঞাপন।

আজি কালি সাহিত্য সংসারে বাঙ্গালা কবিতার যে রূপ হতাদর, তাহাতে হৃদয় লহরী কাব্য যে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিবে ইহা দুরাশা মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া লেখক লিখিতে কেন বিরত হইবেন? আশা সকলেরই প্রধান অবলম্বন লেখক ও সেই সাহসদায়িনী আশার উত্তেজনায় সাহসী হইয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইলেন;—অপার সাহিত্য সাগরে ঝাঁপ দিলেন। এক্ষণে হয় তাঁহার মৃদু পবন তাড়িত ক্ষুদ্র "হৃদয়-লহরী," সেই সাগর মধ্যে মিশাইয়া যাইবে, অথবা ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিবে। হয় সেই সিন্ধু কল্লোলে এ অনুচ্চ বীচিরব কোথায় মিলাইয়া যাইবে; অথবা ক্রমে ক্রমে সে কল্লোল ভেদ করিয়া কুলস্থিত জনের শ্রবণ-বিবরে গিয়া বাজিবে। বলিতে পারিনা, কিন্তু যদি লেখকের হৃদয়ের একটী তরঙ্গ ও অপর কাহার ও হৃদয় কিছু মাত্র তরঙ্গিত করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি আপনাকে পরম সুখী মনে করিবেন।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতা গুলির মধ্যে কয়েকটী "সাধারণী" "এডুকেশন গেজেট" ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উপসংহারকালে ব্যক্তব্য এই যে হৃদয়-লহরী মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী মহোদয় গ্রন্থকারের বিশেষ উপকার করিয়া তাহাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইতি।

কাঁথি। গ্রন্থকার।

২৬ সে জুন ১৮৮২

## THE BENGALEE, THE *24th April 1880.*

---

KOYLASH KUSHUM. AN Opera in Bengali. By Babu Nogendra Nath Ghose. Second Edition. Oriental press — the plot of this interesting opera is borrowed from an incident described by Kalidasa in his world-renowned *Kumara Sambara.* Our readers are all familiarly acquainted with the story of the destruction of Madana in his attempts to disturb the Yoga of Mohadeva on the summits of the Himalayas. This story the author has seized for the theme of his book and has explained it with a skill and cleverness which do him considerable credit. Some portions of the book, to wit, the lamentations of Rati, and the song of Giribashini welcoming the Orient Sun, are really poetical. Without any further remarks—for they seem to be superfluous—we may at once mention that the public have already evinced their just appreciation of the merits of this little work. It has several times been brought on the stage of the Bengal Theatre and on each occasion the house was full. We are told that so much success was never witnessed before, nay, not even in the case of *Adarasa Sati* or *Sati-ki-Kalonkini,* the two most popular operas now in rage amongst the theatrical public of the town.

## *MANASA-PRASUNA.* †

## INDIAN MIRROR, THE 25th JUNE 1879.

*Manasa-Prasuna*, or the flowers of imagination, is the title of a brochure containing five poetical pieces, some of which are characterized by freshness and delightful fragrance. The address to the Ganges is, we think, the best of the collections; but the author has imported into this piece what is inseparable from the writings of the patriotic poets of modern Bengal,—an inclination to bemoan the wretched condition of *Bharat-mata,* and to cry "*Bharater Jaya,*" without which lamentations and exultations, they seem to think, poetical effusions woud not be complete. The last lines of the last piece, *Swapna Prayana*, in which Imagination informs the author that the language has been rudely divested of her ornaments by the hands of those deadly foes of hers—the cruel critics—offers a compliment to the reviewers, which, we hope, they will not be slow to appreciate. The author seems to possess a lively imagination, which, if properly cultured, might enable him to make a mark in the field he has chosen for himself.

---

† By Nogendra Nath Ghose. Printed at the Kashikhand Press, Calcutta, Talligung. B. S. 1285.

# হৃদয়-লহরী

(কাব্য)

## বাণী-অন্বেষণ।

বড়ই বাসনা মনে হে কবিতেশ্বরি,
ও তব চরণপদ্ম সদা হৃদে ধরি।
কিবা সুখে কিবা দুঃখে
সদাই হৃদয়ে রেখে
ভ্রমি এ জীবন-পথে আপনার মনে।
কারো সনে কথা নাই,
কারো পানে নাহি চাই,
ও রূপ মাধুরী-ধ্যান করি সঙ্গোপনে।
ত্যজি সংসারের দেশ,
ধরি উদাসীন বেশ,
তোমার উদ্দেশে ফিরি কাননে কাননে;
কোথা তুমি লুকাইয়া
কার মন ভুলাইয়া
আছহ বিজনে তাই খুঁজি প্রাণপণে।

কুসুম-নিকুঞ্জ মাঝে
কোমল কুসুম সাজে
সাজাইয়া শ্বেত-বপু আনন্দ-আলোকে
বসি' আছ কিনা হেরি,
বীণাটী করেতে ধরি'
মধুর মধুর ভাব বিকাশি চৌদিকে।—
ভ্রান্ত আমি দুরাশায়
কোথায় পাব তাঁহায় ?
কোথা গেলে শ্বেত-রূপ পাই দরশন ?
মধুর বীণার তান
উথলে যা' কবি-প্রাণ
কি করিলে প্রাণ ভোরে করি গো শ্রবণ ?
দেবি !
দস্যু বাল্মীকির মত
হইয়া কঠোর-চিত
ভ্রমিলে কি বনে বনে বন্য ব্যবসায় ;
দিব্য চক্ষু দান ক'রে
দেখাও ও রূপ তারে ?
শুনাও কি কানে কানে অমর-ভাষায় ?
ঘুচাও মনের আঁধা কবিতা-জ্যোৎস্নায় ?

অজ্ঞান তিমিরাবৃত
কিম্বা কালিদাস মত
বসিয়া যে শাখা'পরে, সে শাখা কাটিলে,—
হয় তব কৃপাদৃষ্টি
কর রূপ-সুধাবৃষ্টি ?
বিমল জ্ঞানের আলো দেও তারে ঢেলে ?—
কি উপায় করি তবে,
কোথায় যাইব এবে,
উন্মত্ত প্রাণের জ্বালা কেমনে জুড়াই ?
মানস তৃষিত অতি
পিয়িতে সে বাণী-গীতি
চকোরের সম তৃষা কেমনে নিবাই ?—
কোথায় তোমার তরে খুঁজিয়া বেড়াই ?
দ্বিপ্রহর নিশা নভে
চন্দ্র-কমলের হৃদে
রাখিয়া কোমল তব চরণ দুখানি
সুনীল আকাশ-অঙ্কে
অরধ শয়নে শুয়ে
থাক কি বিরলে, দেবি, চাহিয়া ধরণী ?
প্রভাতে কি ঊষা সহ

খুলিয়া সোণার দেহ
মৃদু মৃদু হাসি হাস রক্তিম-অধরে—
চরণে অরুণ-শোভা
প্রস্ফুটিত রক্তজবা,
আসীন ধবল-মেঘ শিরস উপরে ?
অথবা নন্দন-বনে
পরি' পারিজাতগণে
সযতনে রাখ জ্ঞান-আলোক-দুয়ার।
দিবা নিশি এক মনে
সকাতরে সযতনে
যেই পূজে ভক্তি সহ চরণ তোমার,
কৃপা করি সেই দ্বার খুলি একবার,
তিরোহিত কর তার মানস-আঁধার ?
স্বরগেতে সুরগণ
করে তব আরাধন
দেয় কত উপহার—স্বর্গীয় বিভব—
নরেতে তা' কোথা পাব,—
আমি তাহা কোথা পাব,
দরিদ্র ভিখারী আমি নাহিকো গৌরব।
গৌরব কিছুই নাই

ভূষণ কিছুই নাই,
নাহি হেন শতদল অর্পিব তোমায়,
কি দিয়ে ভুষিব তোমা কিছু নাহি হায়।
মানস-সরসী-জলে
কনক-কমল-দলে
বসাই তোমারে ভাগ্য নহেকো এমন।
হিমাদ্রি-শিখর'পরে
হর্ষে জয়ধ্বনি করে',
তুলিতে না পারি তব জয়ের নিশান।
কেমনে পাব তোমায়?—
অসাধ্য সাধন হায়,
কেমনে শীতল করি তাপিত পরাণ?
হে দেবি! কমলাসনে,
বাঁচাও তাপিত জনে,
যা কিছু আমার আছে দিব গো তোমায়।—
এই লও হৃৎকমল
রাখ ও পদ-যুগল,
এই লও প্রাণ-মন-পারিজাত ধন;—
কিবা তোমা দিব আর
কিবা মম আছে আর,—

এই লও অন্তরের ভকতি-চন্দন।
একবার বস হৃদে
শ্বেত-কান্তি বিকাশিয়ে,—
বাঁধি ও চরণ যুগ বাহুর বন্ধনে
ধরি হৃদয়েতে যাপি
যাবত জীবন মম,—
রাখি ও অপূর্ব্ব রূপ নয়নে নয়নে।
ভিখারীর হৃদে, মাগো,
অর্পিবে না ও চরণ ?—
চা'বে না করুণা দৃষ্টে দাসে ঘৃণা করি ?
আমি কি ভিখারী, মাগো,
কে ইহা বলিল তোমা—
তুমি যার হৃদি-রত্ন, কিসে সে ভিখারী ?—
তুমিই হৃদয়-রত্ন,
তুমিই ভিখারী-রত্ন,
তুমি না থাকিলে এই হৃদি শূন্য হয়।
সতত তোমারে ভাবি
সতত ও পদ সেবি
হৃদয়ে জড়িত তুমি—অমোচ্য, অক্ষয়।
দিবসে নিরত কাজে

ধরা কোলাহল মাঝে,—
তবু আঁখি'পরে ভাসে ও রূপ কোমল।
নিশীথে নিস্তব্ধ কালে
আঁখি মুদি নিদ্রা-কোলে
স্বপনে ও রূপ হেরি' হইগো পাগল,—
শুনি ও বীণারধ্বনি—মধুর-তরল।—
প্রখর রৌদ্রের তাপে
শীতল তরুর ছায়ে,—
ভীষণ বিপদ-স্রোতে,—সুখের প্রশান্ত-নীরে;
যে ভাবেই থাকি, মাগো,
ও রূপ হৃদয়ে ভাবি,—
ঘুচাই মনোবেদনা স্মরিয়ে তোমা রে
বাড়াই মন-আনন্দ হেরিয়ে তোমারে।—
এ তব ভক্তের প্রতি,
করিবে কি কৃপা, সতি?—
এস তবে—ও চরণ পূজি কুতূহলে।—
দাঁড়াও ও পদ দেও এ হৃদি-কমলে।—

## কল্পনার আবাহন।

এসগো কল্পনে, চির-দুঃখীজনে
আনন্দ প্রদানে করগো সুখী।
কৃপা প্রকাশিয়ে, ভুবনে উরিয়ে
লহ মোরে সনে, প্রশান্ত-মুখি!
তোমার স্মরণ করি অনুক্ষণ,
ভুলিতে আপন দুঃখের কথা।
তোমারে পাইলে, এ ভবমণ্ডলে
মন হ'তে চ'লে যায় গো ব্যথা।
আইস সুখদে, তোমার প্রসাদে
চড়িয়া জলদে, যাইব ভেসে।
কানন, ভুধর সমুদ্র, প্রস্তর
রহিবে সুদূর নিম্ন দেশে।
তোমার কৃপায়, গভীর নিশায়
হিমাদ্রি মাথায় চড়িতে পারি,
যথায় বিরলে, নগ-দেবী-দলে
মিলি কুতূহলে, নাচে দুধারি।
তথা হতে উলি' যাইব গো চলি
তব প্রিয়স্থলী মানস সরসে;

মরাল মরালী যথা করে কেলি,
কনক মৃণালী যথা প্রকাশে।
গগণ উদ্যানে, তুলি তারা ফুলে
গাঁথিব গো মালা সহস্র নরী
পরাব যতনে প্রকৃতির গলে
হেরিব সে শোভা নয়ন ভরি’।
উঠিয়া তখন অমর-ভবন,
করিব গমন, আমোদে মাতি,
নন্দন কাননে পারিজাত বনে ;
ভ্রমিব নির্জ্জনে, নির্ভয়-মতি।
তখন কল্পনে পারিজাত বনে
ত্যেজিয়ে যাইব প্রেতাত্মা-দেশে
দেখিব ত্বরায়, কিরূপে তথায়
আত্মীয় গণের আত্মা নিবসে।
এরূপে কল্পনে, ভ্রমিব দুজনে
আসিব গগনে, চিরকাল।
ভাসি বেড়াইব আর না নামিব,
এসুখে কাটাব জীবন-কাল।
গগণে ভ্রমণ যদিবা কখন
নাহি লাগে ভাল, তা’হলে শেষে,

ডুবিব অতল সাগরের তলে
বেড়াব ঘুরি সে গভীর দেশে।
দেখিব মুকুতা প্রবালের দলে
বেষ্টিত বারুণী দেবীর দেশে॥
(পরে) তব পক্ষোপরি, লবে গো সুন্দরি!
মোরে তথা শুধু তুহিন যথা।
ইঙ্গ-জলযান, যাহার সন্ধান
এ যুগে কখন পারে না হায়।
হেরিব সে যানে, বরফ-প্রাঙ্গণে,
অনাদি অনন্ত ভাবেতে পড়িয়া;
যে দিকেই ফিরি সেই দিকে হেরি
শুভ্র হিম রাশি রয়েছে ভাসিয়া।
(সেথা) গগণ-ফলকে, অদ্ভুত আলোকে
করে আলোকিত, মরি কি শোভা!
আরো কোথা নাই হেন ত্রিভুবনে
কেবলি সেখানে প্রকাশে বিভা।
(তুমি) নিকটে রহিলে, তরু লতা শিলে
কহিবেক কথা আমারি সনে।
মৃদু কল্লোলিনী, কুল কুল ধ্বনি—
করিয়ে গাহিবে প্রেমের গানে।

জলধি-গর্জ্জনে, বন-সঞ্চালনে,
মন্ত্রের সঙ্গীত শুনিব।
নয়ন ভুলান মরিচীকা-খেলা
মরুভুমি-তলে হেরিব।
তাই বলি ধনি, হওগো সঙ্গিনী—
কালিমা মাখান জীবনে মোর।
তোমার সংহতি যেখানে(ই) বসতি
করিনা, পাইব আমোদ ঘোর।
সুখের নেশায় মাতিয়া মাতিয়া
করিব জীবন— যামিনী ভোর॥

## বসন্ত।

সুখের বসন্ত আইস বঙ্গে,
সাজাও সুসাজে দুঃখিনী-অঙ্গে
নব কিসলয়, রক্তিম আভাস
আনিয়া পরাও দেখি সে অঙ্গে ;
কমনীয় নব লতিকা তাহার
দোলাও কটিতে মেখলা রূপে ;
কুসুম-কলিকা, স্নিগ্ধ, নিরমল

ভুষণ পরাও, নয়ন রঞ্জন;
বহাও মলয়— নিশ্বাস-পবন
মাথাও সুগন্ধি পুষ্প পরিমল।
দেখ দেখি শোভা হয় কি সে অঙ্গে।
আনহ কোকিল, ভ্রমর, সঙ্গে,
ফুল-মধু-লোভী মক্ষিকা, রঙ্গে,
আর যত তব অনুচর গণ;—
সবাই মিলিয়ে,— হয়ে একতান
গাউক সুকণ্ঠে সুললিত গান,
মলিন-বদনা তুষিতে বঙ্গে।
কিন্তু আন সাথে, তব সহচরী—
পার্ব্বতীয়া দেবী, স্বাধীনা, সুন্দরী ;-
নহিলে কিছুই লাগিবে না ভাল,
হৃদয় বঙ্গের রহিবেক কাল।
ভুলিয়াছে বঙ্গ সুখের হাসি,
কতকাল হায় দেখেনি তাহায় ;
জুড়াও বঙ্গের— তাপিত হৃদয়,
মলিন বদনে দেখাও হাসি।
সুখের বসন্ত আইস বঙ্গে,
সাজাও সুসাজে দুঃখিনী-অঙ্গে।

# হলদী।

মাতোয়ারা নদী অই গভীর নিনাদে ;
ছুটিছে প্রবল ;
তীর বেগে যেন ধায়, তৃণ (ও) তায় ছিঁড়ে যায়
উজানের ভীম রঙ্গে নাচিয়া পাগল,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে বক্ষঃ হয়েছে চঞ্চল।
বুকের উপরে ঢালা আঁধার কালিমা,—
গগণ আঁধার ;
কুলেতে আঁধার রেখা, নিবিড় কাননে লেখা।
অনন্ত আকাশ-কোলে অনন্ত প্রবাহ
ঢলিয়া পড়িছে গিয়া আঁধারের সহ।
পরপারে যাইবারে ছাড়িনু তরণী—
তরঙ্গের খেলা ;—
ছুটিল প্রবাহ সনে, ভাঙ্গিয়া তরঙ্গ-গণে ;
সহসা আবর্ত্ত মাঝে ছুটিয়া পড়িল,
চক্রের ঘুরণে হায় ঘুরিতে লাগিল।
অহো! কি বিষম দৃশ্য হল্‌দীর উপর
কূলেরে সমীপে!
বিষম আবর্ত্ত-মাঝে প্রাণপণে তরি যুঝে।—

ডুবিবে তরণী,—জলে কুম্ভীরের ভয়;
কূলেতে—নিবিড় বনে শ্বাপদ নিচয়!
আতঙ্কে অন্তর কাঁপে থর থর করি
ভীম দরশনে।
আজি বুঝি শেষ দিন, এখনি হইবে লীন,
জীবনের স্রোত মোর হল্‌দীর স্রোতে,
আঁধারে মিশাবে প্রাণ এ ঘোর নিশীথে।
ঈশ্বরের অভিপ্রেত বুঝি এইরূপ
নতুবা এখন
অকালে নির্ম্মূল হেন উঠন্ত পাদপ কেন?—
জীবন-কমল কেন না ফুটিতে হায়,
বিপদের স্রোত আসি ডুবায় তাহায়?
বিভুর বিচিত্র লীলা!—আবর্ত্ত উদ্বেল
মুহূর্ত্তেক মাঝে,
প্রশমিত এককালে;—আঁধার অম্বর-কোলে
আকুল তরঙ্গ খেলা নীরব হইল,
আকুল হল্‌দী-বক্ষঃ ঘুমায়ে পড়িল!
জীবনের দীপ-শিখা প্রবল পবনে
নিবেও রহিল।
জীবনে সব আশা জীবনের ভাল বাসা

জীবনের সনে সব ফিরিয়া আইল,
স্থির-নীর-বক্ষঃসম মানস হইল।—
হায়রে! সে দিন কেন বাঁচাইলে মোরে
বল জগদীশ?
বাঁচাইয়া, হাসাইয়া, কেন পুন কাঁদাইয়া,
সংসারের কুট-ক্ষেত্রে মোরে ফেলে দিলে,
ঘোর চিন্তানলে কেন পোড়ায়ে মারিলে?
জীবনের ক্ষীণ স্রোত—হলদীর স্রোতে
কেন না মিশালে?
কালসর্প সম যারা, মানব উপাধি-ধরা
তাদের সহিত কেন মিশালে আবার
এই কিহেঁ কারুণিক করুণা তোমার?
হে হল্‌দী!
যাইত জীবন যদি প্রবাহে তোমার
ঘুচিত যাতনা।
মাথার উপর দিয়া, কাঁপায়ে পরাণ হিয়া,
বহিত না তাহা হলে, উপরি উপরি
বিপদের ভীম স্রোত,
ভাসায়ে ডুবায়ে হায় জীবনের তরি।

—

# হাসি।

জগতের মনোহরা, তিমির নাশিনী
আনন-আকাশ মাঝে যথা সৌদামিনী—
হৃদয় সুস্নিগ্ধকর, কি আছে তোমার পর
লো হাসি! অমৃতময়ি নয়নরঞ্জিনি
লীলাময় বিধি সৃষ্ট অপূর্ব্ব ভাবিনি?
সুধাময় দেহ তব করিয়া গঠন
দিয়াছে বিধাতা তোমা ভ্রমিতে ভুবন;
প্রকৃতি বদন-দেশে বসায়েছে ভাল বেসে;—
আনতঃ ধরণী-ধাম তোমার বিস্তার,
বিরাজ' তথায়, যথা বাসনা তোমার।
নগেন্দ্র উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ তুলিয়া যথায়
পরশে গগনতল—হিমানি মাথায়;—
কটিদেশ মেঘ-মালা, শিশু সম করে খেলা;
দেহ'পরে তরুচয়, হরিত আভায়;—
গম্ভীর আননে হাসি! বিরাজ' তথায়!
ভীম কোলাহলে যথা সমুদ্র ভীষণ
দোলাইয়া ভীম বক্ষে করয়ে গর্জ্জন,
রোষে যেন উদ্গীরণ, করে রাশি রাশি ফেণ,
প্রকাণ্ড অর্ণবযান চূর্ণ[illegible] হেলায়;—

অট্ট হাসি, হাসি তুমি, হাসহ সেথায় !
অনন্ত নীহার-ক্ষেত্র বিস্তৃত যেথায়
বিকাশে ধবল আভা, শান্তি জ্যোতির্ম্ময়
অনন্ত আকাশ চিত্র,          অনন্ত নীহার, ক্ষেত্র
মিশিয়াছে উভয়েতে,—অদ্ভুত দর্শন !
সেখানে তোমার ভাব, গম্ভীর, নির্জ্জন।
ঘন ঘটা করি যবে অসিত বরণ
ভাষণ জীমূতবৃন্দ করে আস্ফালন,
করিয়ে অশনি-শব্দ          জীবগণে করে স্তব্ধ,
রহিয়া রহিয়া হাসি' চপলা পলায়,
কি বিভৎস ভাব তব প্রকাশে তাহায় !
বিধাতার লীলা ক্রমে, বরণ নিলয়
স্বরূপ বাসব-ধনু যবে দেখা দেয়
সুনীল অম্বর-পথে ;——মোহন কালিমা গেঁথে
যেন বা বিরলে নভঃ পরে নিজ গলে ;—
প্রকৃতির সে হাসিতে মন যায় গলে'।—
নূতন পল্লব ভূষা ধরি তরুগণ
রক্তিম আভায় দেহ করয়ে রঞ্জন ;—
কমল কুসুম গুলি,          সরসে ঘোমটা খুলি
দেখায় জগত জনে সৌন্দর্য্য বিমল ;—
তাহে হা[illegible] দীপ্ত বড়ই কোমল

সুবিস্তীর্ণ নভস্তলে তারাদল মাঝে
প্রকাশি' উজ্জ্বল মুখ বিধু যথা রাজে,
তরল আলোক রাশি, বিমল বিভা বিকাশি
উজলে প্রকৃতি মুখ কিরণ ছটায় ;—
কি কোমল ভাব তব হাসি লো, তাহায়।
খুলিয়া সুবর্ণ দ্বার স্বরগের রাণি
তরুণ অরুণে যবে করি শিরোমণি
ঘুম ঘোরে স্মিতাধরে লালিমা বিকাশ করে ;—
আভাময়ী ঊষার সে হাসি মনোহর,
স্বরগে অতুল হায়, মর্ত্ত কোন্ ছার !
দিনমণি-দেহ হতে খসিয়া যখন
বহ্নির স্ফুলিঙ্গ সম পড়য়ে কিরণ ;
মরুস্থলে দেয় দেখা মায়াময়ী মরীচিকা,
তাহাতে ও হাসি ! তুমি অধিষ্ঠিত হও,
করি লোভ প্রদর্শন, তৃষার্ত্তে ভুলাও !
আঁধার নিশীথে যবে প্রকৃতি কামিনী
অলক্ষিত ভাবে হায় কাটায় যামিনী ;
ধরি তারকার রূপ অথবা খদ্যোত-স্তূপ,
তখন বিরাজ তুমি তাহার বদনে ;
চির-হসিতবদনী সে[illegible] কারণে।

অতএব হাসি, তুমি প্রিয় প্রকৃতির
বিধিবলে তথা তব অধিষ্ঠান স্থির ;
যেদিকে ফিরাই আঁখি. প্রকৃতির হাসি দেখি ;
কি আলোকে, কি আঁধারে, কি বসন্ত, শীতে,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবি হাসি, বিরাজ তাহাতে।
মানবের সৃষ্টিকালে, ভবিষ্যত হেরে
দিয়াছেন বিধি বুঝি, হাসি মানবেরে !
অনন্ত দুঃখ-আঁধার বুঝি দূর করিবার
অই এক প্রভা হায় দিয়াছেন তারে ;—
বিদ্যুৎ-রূপিণী দুঃখ নীরদ-মাঝারে !
আননের শোভাকর, লো অমৃতময়ি !
মনসুখ প্রকাশিকা, কত ভাবময়ী,
কে জানে মাহাত্ম্য তোর ? তুমি বড় মনচোর !
সুস্নিগ্ধ বিজলী সম, তিলমাত্র আসি
কাড়ি লও প্রাণ মন, মাধুরী প্রকাশি !
বৃদ্ধ পিতা মাতা,—কিছু নাহিক সম্বল,—
কিশোর তনয় এক সম্বল কেবল ;—
তাহার অধরে, হায়, হেরে তোরে, ভুলে যায়
সংসারের সব দুঃখ !—কি কুহক, মরি
জানিস্ [illegible] তুই, বুঝিতে না পারি !

যুবক যুবতী যবে প্রণয়ের স্রোতে
দেয় অঙ্গ ঢালি মরি, মগন সুখেতে
দোঁহার অধরে মিশি যখন বিরাজ হাসি,
দোঁহে যে কি স্বর্গসুখ করে আস্বাদন,
কে বলিবে তাহা, বিনা সেই দুই জন?

বিদেশে কত কি ক্লেশে শীর্ণ করি দেহ
ফিরিয়া যখন নর যায় নিজ গেহ,
রমণীর হাসি মুখ হেরি কি সকল দুঃখ
পাসরি সে নাহি যায়?—স্বর্গসুধা প্রায়
ভখিলে সে হাসি রাশি, ক্ষুধা নাহি যায়।

সংসারে সুখের কালে হাসি আত্মীয়ের
দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে সুখ অন্তরের;
আবার দুখের কালে, সেই হাসি দেখা দিলে
হৃদয়ের অন্ধকার যায় রে ঘুচিয়া;—
কি ক্ষমতা হাসি তোর, দেখরে ভাবিয়া।

এ জগতে তোর যদি না হত সৃজন,
নর নারী অধরে না দিতে দরশন;—
তা হলে বিশ্ব সংসার, হত মরুভূমাকার;—
হেরিত না সুখ মুখ মানব কখন।
প্রকৃতি মলিন ভাবে [illegible]পিত জীবন।

# বরষা।

(গীত)

ঝরিল বরষা ধারা
উছলিল সরোবর
ভিজিল বিটপি-দল
ধারাজলে নিরন্তর ॥

২

চাতকেরি বারি-তৃষা
হৃদয়ে পোষিত আশা,
পূরিল রে এত দিনে
সেই পিপাসা ;
বরষার জলধর
ঢালিল ফটিক ধারে,
পিয়িল চাতক সুখে
ঘুচিল যাতনা ভার ॥

৩

নবঘন ঘোরাকারে
ঘিরিয়া আছে অম্বরে,
আনন্দে দামিনী ধনী
ন[illegible]ত খেলায় ॥

নাদে বজ্র রাগে ভরা
কাঁপায়ে গগন ধরা,
আনন্দে নাচিয়ে শিখী
কেকাতে পূরে অম্বর ॥

৪

কুলু কুলু কুলু রবে
তটিনী চলেছে সবে,
আঁকা বাঁকা দেহ খানি
হৃদি ঢল ঢল ;—
কেন গো তটিনী তুমি,
ছাড়িয়ে ভূধর ভূমি,
ছুটেছ প্রবল বেগে
সিন্ধু সমাগমে ?
বুঝনু প্রেমিক-পাশে
প্রেমিকা কেমনে হেসে
ছুটে গো পূর্ণ হৃদয়ে,
প্রণয়ে প্রাণ বিভোর ॥

৫

প্রণয়িনী-আগমনে
সিন্ধুও ঘোর [illegible]নে

প্রকাশে আনন্দ নিজ
　　বক্ষঃ ফুলাইয়ে ;—
হাসি তায় চলে ঢলি
করে দিগঙ্গনাগুলি,
সৌদামিনী সুন্দরীরে
　　কোলে ফেলে এ উহার ॥

৬

পেয়ে স্বচ্ছ নব জল
ফুল্ল মনে ভেকদল
গাইছে মহিমা গান
　　উৎকট রবে ;—
দিবা হলে অবসান,
ঝিল্লি তায় ধরে তান,
প্রকৃতি যেন সে লয়ে
　　হয় মাতোয়ারা ;—
হেন নিশাকালে সেই
শুনেছে সে লয় যেই,
বুঝিয়াছে সেই গীত
　　কি বিচিত্র, কি গম্ভীর !

৭

স্নি[illegible]স্যের ক্ষেত্র,

কৃষক হর্ষিত নেত্র ;—
হে বরষা ! পূর্ণ বক্ষঃ
আঁখি তৃপ্তিকর ?
তব কালে উচ্ছ্বসিত
নদী সরঃ আদি যত
উচ্ছ্বাসে প্রকৃতি সতী
নব রাগে দেহ ভরা ॥

৮

কিন্তু হায় ! ঋতুবর !
অভাগার হৃদি-সরঃ
এ কালেও শুষ্ক যথা
মরু বালুময় ;
নাহিকো উচ্ছ্বাস তায়
নাহিকো আনন্দ তায়,
নাহি তথা স্থান পায়,
উদ্বোধ-ধ্বনি তোমার।

# বন-বল্লরী।

---

১

কিবা বন-বল্লরী!—
লাবণ্যে তাপস-মানস-হারী।
কৃত্রিম করে ভূষিত নয়,
প্রকৃতি-মাধুরী বিরাজে গায়
আঁখি আনন্দ-কারী।

২

কিবা বন-বল্লরী।—
স্বাধীন বৃদ্ধি, গতি স্বাধীন,
সতত সুখী কালিমাহীন;
স্বাধীন ভাবে পাদপে ঘেরে
কোমল নিজ বাহু পসারি।

৩

বন বল্লরী!
ঢল ঢল তনু নিজ ভাবে ভোর,
যোগিনী-বেশ-ধারিণী মরি!
সে তনু-শোভা বন নেহারে
অঙ্কে ধরি সে রূপ-মাধুরী।
[illegible] বন-বল্লরী।

৪

সম্পদ-হীনা বন-বল্লরী !
কি ধীর, সরল ভাব তোমারি !
বিমল তব রূপ-পীযুষ
পিয়িলে মেটে লোচন আশ।
মানস মম ও কম কায়
হৃদয়ে চাপি রাখিতে চায় ;—
তবরূপে বলিহারী
ওগো বন বল্লরী !

৫

বন-বল্লরী !
ভারত সংসার মাঝারে
আছে কি ও রূপ-মাধুরী ?
আছে কি এমন যাহারে
গরব সহ বলিতে পারি,
স্বাধীনা বিপিন-বল্লরী ?—

৬

বন-বল্লরি !—
আছে ভারতের এখনো স্মরণ
অতীতের সে[illegible]ল রতন—

বন-বিহারিনী সকুন্তলা ধন ;—
সত্যবান প্রাণ সত্যবান গতি
উজলা বনের সাবিত্রী সতী ;—
পুণ্ডরীক-হিয়া মোহিনী
সে মহাশ্বেতা বন-বল্লরী !

৭

বন-বল্লরী
সে বন-দেশা গণের নাম
পুলকে গোবে হ্ন-ধাম।
সে মৃদু বন লতার রূপ
আছয়ে কোথা এ সংসারে ?—
স্বরগ সুধা মাখান হেন ?—
কোমল লতা আর কোথারে ?—
কিবা বন বল্লরী !—

---

## রজনী-চিন্তা।

১

শীতল সুস্নিগ্ধ বায়ু লাগিতেছে ভালে,
শীতল জোছনা [illegible] পড়িছে খসিয়া

শীতল কোমল নিদ্রা দেবীর পরশে
স্ব স্ব স্থানে জীবগণ পড়েছে ঢলিয়া।
প্রকৃতি সে কলরব কোথায় এখন
যাহার জীবনে হয় তোমার জীবন?—

২

হোতে অই স্তব্ধ ভাবে অঙ্গ বিছাইয়া
পড়িয়া বালুকা-আড়ি নিদ্রায় যেমন;
নীলাকাশে হরিত পতাকা উড়াইয়া
দাঁড়ায় তাহার শিরে বংশ তরুগণ।
মাররে দুর্গের শিরে স্বাধীন নিশান
আনন্দে নাচিছে যেন— উন্মত্ত পরাণ!

৩

কি যে এক অনুপম প্রশান্তি রাজিছে,
ধরণীতে জন মাত্র জীব যেন নাই;
কি যে এক মনোহর সুষমা হাসিছে!
শুধুই প্রকৃতি খেলা বিকাশে সদাই।
সবে মাত্র দৃষ্টে যেন প্রকৃতি হয়েছে,
আদিম সরল ভাবে যেন রে হাসিছে!—

৪

প্রতিক্ষণে কাল অই [illegible] ছুটিয়া

একই ভাবেতে যেন দৃক্‌পাত নাই ;—
কারো দুঃখ হেরে হয় তিলেক রহেনা,
কারো সুখে একবারো ফিরেনাহি চায়।
ভাঙ্গিছে গড়িছে পুনঃ নূতন নূতন,—
দিন দিন অভিনব অদ্ভুত বর্ত্তন !

৫

রে কাল ! নিষ্ঠুর ক্ষণে, সদয় আবার।
কি পরিবর্ত্তন মোর করেছিস্ তুই ?—
হয়েছে ফুরতি মোর, রেখেছ কেবল
হৃদয় শোণিত শোষা ভাবনা ভীষণ।
নিষ্ঠুরতা শুধু তব দেখায়েছ মোরে,—
কবে রে—সদয় হবে হবে অভাগা উপরে ?

৬

হয়েছ রে— অসময়ে জনক আমার,
ফেলেছ হাত পা বেঁধে সংসার তুফানে ;—
দিয়াছ যে বহ্নি মোর মানসে জ্বালিয়া—
সে বহ্নি কি নিবাবেনা আর এ জীবনে ?
কলঙ্ক তোমার কাল ! দেখহ ভাবিয়া,
প্রভাব নাহিক তব [illegible]মার এ মনে।

৭

প্রকৃতি! তোমার কিছু নাহিক শকতি?
হেরিতেছি নিত্য তব মোহিনী মুরতি;—
কই তব মুখ হেরে ফেরে মম মন,
কিবা দিবা কিবা নিশি চিন্তায় মগন!—
দিন যায়, মাস যায়, যাইছে বৎসর
একটানা ভাবে তবু বহিছে জীবন!

---

## উচ্ছাস।

১

আমার আমার এ পোড়া হৃদয়ে
কেন সে মূরতি জাগিয়া উঠে?
নিরাশা-আঁধারে থাকিয়া থাকিয়া
আশার আলোক কেন বা ফুটে?—

২

যে দিন নয়নে নয়নে মিলনে
হয়েছিনু হায় পাগল পারা,—
যে দিন ঝরিল, শ্রবণ বিবরে
সুধা সম সেই ব[illegible]ধারা;—

৩

সে দিনের সেই সুমধুর ভাব
কেন রে মানসে জাগিয়া উঠে ?—
ভুলিতে যতন করেছি তো কত,
তবুও সে স্মৃতি কেন না টুটে ?

৪

যখন এ হৃদে প্রথম অঙ্কিত,
হয়েছিল সেই চারু আনন
সুকুমার তরু পল্লবের মত
সুকোমল হিয়া ছিল তখন।

৫

সংসারের তাপে তাপিত হইয়া
এখন সে হিয়া শুকায়ে গেছে।
ছিল আগে যাহা কুসুম সমান
পাষাণ তাহারে করিয়া দেছে!

৬

পাষাণ-তাহারে করে তো দিয়েছে
তবুও সে চিত্র কেন রে আঁকা ?
যেখানে সেখানে আঁধারে আলোকে
কেন বা [illegible] চায় রে দেখা ?

৭

আমি কে। কেবা সে!— তাহারি কারণে
কেন রে পরাণ কাঁদিয়া উঠে?
জেনেছি কভু সে হবেনা আমার
তবু আশা আসি কেন বা জুটে?

৮

আবার আবার এ পোড়া হৃদয়ে
কেন সে মূরতি জাগিয়া উঠে?
নিরাশা-আঁধারে থাকিয়া থাকিয়া
আশার আলোকে কেন বা ফুটে?

৯

জেনেছি যাহারে ভাল বাসে মন
জনমে তাহারে কভু না ভোলে।
বিভূতি-আবৃত হুতাসন সম
লুকায়ে হৃদয়ে প্রণয় জ্বলে।—

১০

তবে কি অভাগা হৃদয় ভিতরে
জ্বালিবে আগুণ যাবত প্রাণ।—
তবে কি নিরাশা প্রলাপ-মাঝারে
আশা কুহকিনী ধরিবে তান?—

# আমার চিন্তা।

মনের যাতনা বারেক ভুলিয়ে
সংসার তুফানে মস্তক তুলিয়ে
দেখ একবার নয়ন ফিরায়ে
  কি ভাবে জগত যাইছে ঘুরে।—
দেখ বিশ্বে গ্রহ উপগ্রহ কত,
তারকা মণ্ডল শূন্যে কত শত,
কত ধূমকেতু সকলে সতত
  কি নিয়মে বাঁধা অনন্ত দূরে।
এক এক তারা এক ভূমণ্ডল,
কোটি কোটি হেন ভ্রমে নভস্থল ;—
যে যাহার পথে আবদ্ধ কেবল,—
  ভাব দেখি মন কিবা চমৎকার।
হও জ্যোতির্ব্বিদ কিম্বা বৈজ্ঞানিক
জগতের তত্ত্ব জান বাস্তবিক,
কিন্তু একবার বল দেখি ঠিক
  সমগ্র জগত কি ভীম ব্যাপার।
ধরিতে কি পার মানসে তোমার ?
কতটুকু মন।— অণুর আকার।
কি সাধ্য তোমার[illegible]জন স্রষ্টার

কল্পনা পটেও আঁকিতে পার ?
অনন্ত বিস্তারে নর কয় জন
অতি তুচ্ছ হায়, ভাবনা কখন ?
এই জগতের কতটুকু স্থান
ব্যাপিয়ে তোমরা বসতি কর ?
তবে এস মন ছাড়ি ও ভাবনা,
দেখি জগতের নিয়ম রটণ ;—
অনল-অক্ষরে দেখ চারিধারে
প্রকৃতির পটে কি অঙ্ক লিখন ।
দেখ সব গ্রহ উপগ্রহ গণ—
একই নিয়মে করিছে ভ্রমণ;—
দেখ চন্দ্র সূর্য্য তারকা নিকর
আপন কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর।
দেখ প্রভঞ্জন জগতের প্রাণ—
এই ক'রতেছে মৃদু মন্দ পান,
আবার প্রকৃতি নিয়ম পালিতে
তোলপাড় পৃথ্বী করে আচম্বিতে,
আবার সময়ে ঘুমায়ে পড়ে।
ঐ দেখ সিন্ধু প্রকাণ্ড দর্শন,
আপন শরীরে, প্রকৃতির বরে
নগ,উপত্যকা করিছে ধারণ।

পুনঃ সে চঞ্চল ভাবের মাঝারে
নিয়ম পালিয়া, যাইছে সরিয়া
ভূভাগ হইতে ভূভাগ অপরে ।—
ঋতু আবির্ভাব কিবা চমৎকার ;—
দেখনা কেমনে, নিদাঘ গমনে
বরিষা আসিয়া করে অধিকার ।
পৃথিবী ভিজিল, বরিষা যাইল
নিরমল লোভে আইল শরত ;—
কেবা কিবা জানে, আবার কেমনে
হেমন্ত আসিয়া ঢাকিছে জগত ।

---

ক্রমে ক্রমে শীত বিধাতৃ-কৌশলে
আক্রমে সকল তরু লতাদল
শুষ্ক রস হয় প্রকৃতি ভূতলে ।
অনুমানি হেন, শীতেরে হেরিয়ে,
প্রকৃতি রমণী শুকায়ে অমনি
ফেলে পত্রে অশ্রু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ।
প্রকৃতির দুঃখ চির দিন নয় ;—
কাল চক্র ঘুরে, বসন্ত অঙ্কুরে
দেখা [illegible] পুন স্বভাবে [illegible] ।

জগতের যদি এইরূপ গতি,

তবে কেন মন, বিষাদে মগন,

কেন বা সতত অস্থির মতি ?

একই ভাবে কি কভু যাবে কি জীবন ?

তাই বা কি করে, যবে চারি ধারে

নব ভাব ধরে বিধির সৃজন ?—

আজি একরূপ কালি অন্যরূপ

আজি যাহা আছে কালি তাহা নাই ;—

আজি যথা রাজে অত্যুচ্চ ভূধর

কালি তথা দেখ অগাধ সাগর।—

আজি যেথা আছে রাজা রাজধানী—

রাজার পীড়নে সশঙ্কিত প্রাণী,

অটল অচল নগর গৌরব,

বাঁধয়ে নয়ন রাজার বৈভব ;—

কেহ নাহি ভাবে স্বপনে ও হায়

কোন কালে তাহা পাইবেক লয় ;—

সহসা স্বপন সাম্রাজ্যের প্রায়

প্রকৃত সাম্রাজ্য মিলাইয়া যায়।

দুই দিন পরে—তাহার কীরিতি—

—জগত উজলি [illegible] যা সম্পতি—

মানব মানসে গভীর লিখন—
মসি মাখা হয়ে,—হয়েছে মগন
গভীর আঁধার বিস্মৃতির কূপে।
ঐ দেখ চাহি পশ্চিম প্রদেশে—
দেখিতে কি পাও সুনীল নভসে
গর্ব্বিত রোমের প্রাসাদের স্তূপে
কোথা হায় সেই রাজধানী—রাণী—
সভ্যতার খনি বিক্রমে সিংহিনী
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কাঁপিত মেদিনী
সে হেন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের কাণ্ড
কোথায় নাইল হয়ে লণ্ড ভণ্ড ?
নাম মাত্র তার আছয়ে এখন।
পথিক যখন করয়ে ভ্রমণ—
করি তার বক্ষে চরণ দলন
ইতিহাস কথা পড়ে মণে তার
ভাবে এই খানে রোমের ব্যাপার
ছিল এক কালে—এবে নাম সার।

পরপারে—ঐ দেখহ আবার
মিসর সাম্রাজ্য কিবা ছার খার।

ঐ দেখ পুনঃ গিরীশ প্রদেশ
পূর্ব্ব উজ্জ্বলতা হইয়াছে শেষ,
প্রতাপের দীপ হায় তৈলহীন
দেখনা রয়েছে হইয়ে মলিন।—
প্রাচীন সভ্যতা বিরাজী যেখানে
উজলি আছিল—তাহার বদন—
কত ভীম কাণ্ড, বানিজ্য-ব্যাপার
কোথায় এখন ?—সকলি আঁধার।
আবার কতই আরণ্য প্রদেশ
ত্যজিয়া বাখল—ধরি রাজবেশ
বাড়ায়েছে পদ স্বরগের পানে ;—
অর্দ্ধ অমরত্ব লভি মনে মনে :
যেথা এক কালে স্বাপদ ভীষণ
মণের হরসে করেছে গর্জ্জন
সেথা এবে কিবা নরের রাজত্ব
যেথায় পশুত্ব—সেথা মনুষ্যত্ব
শান্তি স্থানে গোল, অন্ধকারে আভা
বর্ব্বরতা স্থলে সভ্যতার শোভা।
দাসত্বের স্থানে স্বাধীনতা হায় ;—

প্রবেসিবে কেবা বিধির লীলায় !
—সহসা মানব কেন রে আমার
আকুল হইয়ে উঠয়ে আবার ?—
একি ভাবি বুঝি জননী ভারতে
অন্তর পরাণী কাঁদে আচম্বিতে ?—
তাই বটে।—যদি নয়ন ফিরাই
মাতৃ পানে,—না না, নয়ন বুজাই
হেরিবনা, যদি—নয়ন বুজায়ে
ভাবি এক বার—কি দেখিতে পাই—
অতীতের কথা আর কাজ নাই
সে সব গৌরব, সে সব বিভব
অনন্ত গভীরে ডুবিয়াছে সব।

কয়জন আর্য্য স্মৃতি চিত্র পটে—
অঙ্কিত যে কথা সম্পদে সঙ্কটে ?
তাই বলি—কিছুই চিরদিন নয়
একবার হবে অবশ্যই লয়।
কিন্তু বলি পুনঃ—ইহাও নিশ্চয়
প্রকৃতির শীত চিরদিন নয়।
চিরদিন কভু সমান না যায়।—

কাল চক্র ঘুরে—বসন্ত অদূরে
দেখা দিয়ে পুনঃ তাহারে হাসায় ।
আমাদের হায় কেন না তবে
দুঃখের এ দিন চলিয়া যাবে ?
কেন না মেঘের কালিমা ভেদি
উদিবে চাঁদিমা গগণ হৃদি ?
কেন না সরসে, নিদাঘ—পরশে.
ফুটিবে কমল মনের হরষে ?—
মাতঃ জন্মভূমি !—হওনা কাতর
ভগ্ন-হৃদয়ের আশাই দোসর ;
আশার উৎসাহে আন্তরিক বলে
জাগিবে জননী ! ধাতার কৌশলে ।
শীতান্তে বসন্তে আনিবে ফিরে
সময়ের চক্র সময়ে ঘুরে ॥

---

## প্রকৃতি

( সাগর )

সন্ধ্যা সমিরণ মৃদুল বহিয়া
সাগরের বক্ষে নাচিয়া বেড়ায়

ছোট ছোট ঢেউ আমোদে মাতিয়া
সার গাঁথি যেন বায়ু পাছে ধায়।
সাগর বিহীন ঝাঁকে ঝাঁকে কত।
কল কল রবে উড়িয়া যাইছে
জলচর পুনঃ কোন শ্বেত পাখী
সাগরের বক্ষে ভাসিয়া চলেছে।
কতই তরণী বিবিধ প্রকার
পক্ষ সম পাল তুলিয়া ছুটেছে;
আবার কতই ফেলি ক্ষেপ তালে,
দুরন্ত সাগর সাঁতারি যাইছে।
কভুবা হাঙ্গর শুশুক কভুবা
মাথা তুলি' পরে উলটি' পড়িছে;
কভু অপরূপ মৎস্য-নারী-রূপ
রূপ প্রকাশিয়ে শলিলে মিশিছে।
দূরে দেখা যায় আকাশের গায়
সাগর মিশিছে অসীম সীমায়।
পশ্চিম গগনে মরি কি মাধুরী
তপন রক্তিম কিরণ বিস্তারি
চলেছে ডুবিবে অতল সাগরে
ত্যজি অর্দ্ধ ধরা এক রাত্রি তরে।

মধ্য সাগরেতে তরণী উপরে
নির্ভয় হৃদয়ে ছিলাম ভাসিতে
স্বভাবের সেই শোভা হেরিবারে।
কহনা একিরে হেরি আচম্বিতে
তপন পড়েছে ঢলিয়া সাগরে
গুলিয়া শোণিতে সাগরের নীরে।
ধীরে ধীরে আসি, কাল মেঘ চয়
পশ্চিম আকাশে করিল আশ্রয় ;
গগণের রাঙ্গা চরণ ঘুচিল,
সাগরের বারি অসিত হইল।
পক্ষী যাহা ছিল উড়ি পলাইল
হেরি ভীম কৃষ্ণ জলদ দল।
চটুলা চপলা আকাশের গায়
থাকি থাকি নিজ রূপ প্রকাশিল।
নিবিড় নিরদ ভুলি সে শোভায়
ধরিতে সে বালা সবেগে ধাইল।
কড় কড় ধ্বনি হইল গগনে
চঞ্চলা রূপসী হাসি পলাইল,
শেষে ধরিবারে না পারি নীরদ
মহা কোপে যেন দন্ত কড়মিল।

সন্ সন্ করি ছুটিল পবন
সিন্ধু স্থির-বক্ষ বেগে সঞ্চালন
করি প্রকাশিল আপনার বল।
দূর হতে উচ্চ প্রকাণ্ড তরঙ্গ
গভীর গর্জ্জন করিয়া রাগে
ফেনা উগারিয়া, করি রঙ্গ ভঙ্গ
বেলা ভূমে পড়ে বিষম বেগে ;
যেন বা বুঝিতে সৈকতের বল।
শির পাতি যেই সহে সে বিক্রম,
ধীর ভাবে তারে করে আলিঙ্গন ;
যেজন গরবে শির উত্তোলন
করি রহে, তারে মহা ধূমধাম,
তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আক্রোশে
বিষম আঘাতে তাহারে বিনাশে।
উঁচু উঁচু ঢেউ লাফায়ে লাফায়ে
উঠিতে লাগিল তরি গিলিবারে ;
একবার ঊর্দ্ধে, অধ এক বার
উঠিল পড়িল তরণী আমার।
ভাবিলাম যদি তরি মগ্ন হয়
অতল সাগরে ডুবিব নিশ্চয় ;

একটী বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিবে
রাশি রাশি বারি দেহোপরি হবে।
দেখিবে না কেহ আমার মরণে,
কাঁদিবে না কেহ, আমার শিয়রে
পুড়িবে না মম শরীর আগুণে
প্রোথিত হইবে সলিল আকারে।
ছিলাম ভাবিতে এহেন ভাবনা
বিভু নাম মনে ছিলাম স্মরিতে
দেখিনু লাগিল সলিল, পবন
নিজ নিজ তেজ ক্রমে সম্বরিতে।
আবার হইল স্থির সিন্ধুজল
আবার নির্ম্মল গগণ মণ্ডল,
আবার বহিল সুধীরে পবন
ত্যজিয়া আগের গভীর গর্জ্জন;
নভে দেখা দিল একটী চন্দ্রমা,
সহস্র নাচিল সাগর উরসে
প্রকৃতি হাসিল কৌমুদী বিভাসে
ভিজিল মানস হেরি সে সুষমা।
প্রকৃতির ভাব মানিনু বিস্ময়
কখন কি ভাব বুঝিতে না পারি।

(৩) মানব জীবন সেইরূপ হেরি,
কভুবা উজল, কভু তমোময়।

——:০:——

# বিধবা বালা।

১

রে কোমল বালিকা
রে কুসুম-কলিকা
হেরে তোর দশা হৃদি ফাটে যে রে বালিকা।—

২

যে তরু আশ্রয় করি'
উঠিতে ছিলে আমরি—
সহসা প্রবল ঝড়ে—সে তরু পড়িল,
আশ্রয়-বিচ্যুত-লতা গড়া গড়ি গেল।—

৩

সুন্দর গোলাপ কলি—
ফুটে ফুটে সময়েতে—
কে আসি কাটিল হায় পাদপের মূল।
পড়িল পাদপ ভুমে, শুকাইল ফুল।

৪

সরোবরে পদ্ম কলি প্রভাত-পরশে
তুই বালাটীর মত
সবে মাত্র পরিণীত
এই ফোটে এই ফোটে মনের হরষে।---

৫

সহসা জলদ ঘেরে
বিনাশিল প্রভাকরে,
উঠিল প্রবল বায়ু প্রলয়ে যেমন
নলিনী অতল জলে হইল মগন॥

৬

রে কোমল বালিকা,
কুসুমের কলিকা
সংসার-কাননে তুমি ফুটিবে কি আর?
ভাসিবে কি ও সুধনা
জগতের আঁখি পরে
কিম্বা চির দিন তরে ভস্ম ছার খার?

৭

জাননা কিছুই বালা
জাননা এখন জ্বালা